কুষ্টিয়ায় ক্লিনিক ডায়গনষ্টিকে জরিমানা ও ক্লিনিক বন্ধ

কুষ্টিয়া: চিকিৎসা সেবার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরের পেয়ারতলায় অবস্থিত পদ্মা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সাথে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এসব ক্লিনিক সিলগালা করে দেওয়া হয়।

(ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুবায়ের হোসেন চৌধুরী জানান, পেয়ারাতলা এলাকায় পদ্মা ক্লিনিক চিকিৎসা নীতি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। ডিপ্লোমাধারী নার্স ও ডাক্তার ছাড়াই হাসপাতালটি দীর্ঘদিন থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিল। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে সেখানে অস্ত্রোপচার কক্ষসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়া যায়।এছাড়াও হাসপাতালের লাইসেন্স বা কোনও প্রকার রেজিস্ট্রার দেখাতে ব্যর্থ হন উপস্থিত কর্মচারীরা।

তিনি আরও জানান, এসব অনিয়মের দায়ে প্রতিষ্ঠানটি একেবারে সিলগালা করে দেওয়া হয়। এবং ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়াও সার্কিট হাউসের সামনে নিউ এ্যাপোলো ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ঝাউতলার এশিয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় পূনঃব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রেল স্টেশেন থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দ করেছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলের দিকে উপজেলার ভেড়ামারা রেল স্টেশন থেকে এ পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত বিড়ি জব্দে করে কাস্টমস কর্মকর্তার।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা রেল স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে কাস্টমস ও ভ্যাট কর্মকর্তারা। সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে রেল যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসব বিড়ি পরিবহন করা হচ্ছিল বলে তাঁরা জানান।

এসময় প্রায় ১ লাখ ৮০০ টাকা মূল্যের পূন:ব্যবহৃত ব্যান্ডরোল যুক্ত ১ লাখ শলাকা সেতু বিড়ি ও ৪০ হাজার শলাকা আশিক বিড়ি জব্দ করা হয়। যার রাজস্ব ৪৫ হাজার ৩৬০ টাকা। মালিক বিহীন অবস্থায় থাকায় এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি কাস্টমস।

পরবর্তীতে জব্দকৃত বিড়িগুলো ভেড়ামারা সার্কেল দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত আটককৃত বিড়ি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বরে জানিয়েছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কুষ্টিয়া সার্কেল-২ সূত্রে জানা গেছে।

বেগুনের সাথে মুলা চাষে সফল মিরপুরের ফারুক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকায় একময় তামাকের ব্যাপক চাষ হতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সবজির চাষের দিকে ঝুঁকেছে চাষীরা।স্বল্প সময়ে বেশি লাভ হওয়ায় তারা বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছে।

বছর চারেক আগে ৩ বিঘা জমি লিজ (ইজারা) নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন বলিদাপাড়া কৃষক ফারুক আহমেদ। তারপর থেকে সেই জমিতে বিভিন্ন সময়ে নানান সবজির চাষ করেন তিনি।

এক বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। সেই জমিতেই বেগুন গাছের ফাকে ফাকে মুলার আবাদ করেছিলেন। দুই মাসেই মুলা উত্তোলন করে প্রায় ৪০ হাজার টাকার বিক্রি করেছেন। এবং বেগুন গাছেও বেগুন তোলার উপযোগী হয়েছে।পাশাপাশি পেয়াজ চাষের জন্য প্রস্তুত করেছেন আরও দেড় বিঘা জমি।

শুক্রবার (২৭ নশেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, ফারুক আহমেদ ও তার স্ত্রী বাজারে বিক্রির জন্য ক্ষেত থেকে বেগুন ও মুলা উত্তোলন করছেন।

বেগুন চাষ করে লাভবান হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি উদ্বৃত্ত হিসেবে আরও লাভ পেয়েছেন মুলার শাক ও মুলা বিক্রি করে।

কৃষি বিভাগের পরামর্শে এ বছর ৩৩ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেছেন। ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করে ইতোমধ্যে ৪০ হাজার টাকার মুলা বিক্রি করেছেন। এবং বেগুন বিক্রি করা শুরু করেছেন।

কৃষক ফারুক আহমেদ বলেন, আগে অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করতাম। তারপর কৃষি অফিসারের পরামর্শে চার বছর আগে ৩ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ শুরু করি। এখন জমিতে বেগুন রয়েছে। আবার একই জমিতে মুলার আবাদও করেছি সাথী ফসল হিসেবে। এছাড়াও ফুলকপি রয়েছে কিছু জমিতে এবং পেঁয়াজ চাষের জন্য দেড় বিঘা জমি তৈরী করছি।

তিনি বলেন, ৩৩ শতক জমিতে বেগুন চাষ করেছিলাম। ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ করে ইতোমধ্যে ৪০ হাজার টাকার মুলা বিক্রি করেছি। এছাড়া

ক্ষেতে যা বেগুন আছে তা বিক্রি করলে লাখ ৭০-৮০ হাজার পাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি।

মিরপুর উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় বিভিন্ন শাক সবজির চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক ফারুক আহমেদ বেগুন ক্ষেতে সাথী ফসল হিসেবে মুলা চাষ করে লাভবান হয়েছেন। এছাড়াও তার ক্ষেতে আরও অন্যান্য সবজি আছে। আমরা তাকে সার-বীজসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছি।

কুষ্টিয়ায় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন পাবনা

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় পাবনা ৩-১ গোলে রাজবাড়ী জেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলায় ১০ হাজারেরও বেশি দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন। জেলা ভিত্তিক এই প্রথম বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। খেলায় দেশের নামীদামী খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বিদেশী খেলোয়াড়ও অংশ নেয়। তবে প্রত্যান্ত অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে লাইট জ্বালিয়ে এ খেলা এলাকার ফুটবল দর্শকদের উদ্বেলিত করে তুলেছে।

পরে খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম।

এসময় মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আণোয়ারুজ্জামান বিশ্বাস

মজনু, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম সবেদ, ডাঙ্গাপাড়া যুব সমাজের প্রধান আনিচুর রহমান জোয়ার্দ্দারসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজক কমিটির সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, ফুটবল বাঙলীদের প্রিয় খেলা। এ খেলা দেখতে দর্শকরা মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই এবারই প্রথম আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায় ব্যাতিক্রমভাবে এ খেলার আয়োজন করেছি।

বিভিন্ন জেলার সমন্বয়ে আমরা জেলা পর্যায়ের খেলা এই প্রত্যান্ত অঞ্চলে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে ফাইনাল খেলায় যে পরিমান দর্শক এসেছে তা সত্যি অবাক করার মতো বিষয়। শীতের সময় রাতের বেলা দুরদুরান্ত থেকে এসেছে ফুটবল খেলা দেখার জন্য।

কুমারখালীতে অগ্নিকাণ্ডে দশটি দোকান পুড়ে ছাই

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অগ্নিকাণ্ডে ১০টি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। এতে করে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার সদকী ইউনিয়নের জিলাপিতলা মোড়ের আজিজ মার্কেটে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মূহুর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে আশেপাশের আরও অন্তত ১০ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়।

পরে খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘন্টাব্যপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ জাহিদুর রহমান জাহিদ জানান, জালাল ওয়ার্ক শপের দোকান থেকে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয়ে এই আগুনের উৎপত্তি হয়েছে বলে আমরা ধারণা করছি। অগ্নিকাণ্ডে পোষাকের দোকান, হোটেল, ঔষধের দোকান সহ ১০টি

দোকান ভস্মীভূত হয়েছে।

কুমারখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন লিডার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জানান, আমরা সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। এ সময় খোকসা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট আমাদের সহযোগিতা করেন।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ফিরোজার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ফিরোজা আক্তার সম্পা। ২০১৯ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর দুচোখে যেন অন্ধকার দেখছিলেন৷ দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়লেন মহাসাগরে। এমন সময় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

শুধু তাই নয়, সেখান থেকে বিনামুল্যে পাওয়া সেলাইমেশিন দিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। এরপর থেকে আর তাকে পিছনে তাকাতে হয়নি। এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। পাশাপাশি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বলছিলাম কুষ্টিয়া শহরের ফিরোজা আক্তার সম্পার কথা।

শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তার স্বামী ঢাকায় ছোট একটা চাকুরিী করতেন। কিন্তু ২০১৭ সালের দিকে মারা যাওয়ার পর তিনি দু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন৷ নিজের কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় ভাড়া বাসায় এবং সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলো। এমন সময় আলোর পথ দেখাতে সহায়তা করে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

বর্তমানে তিনি সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন এবং তার এক ছেলে কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পাশ করেছে। আর ছোট মেয়ে কেজি স্কুলে লেখাপড়া করছেন।

ফিরোজা আক্তার সম্পা বলেন, শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করার সুবাদে সেখানেই কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিনমাসের হাতেকলমে

প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। এবং সেখানে থেকে আমাকে একটি সেলাই মেশিন বিনামুল্যে সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। তারপর আমি বাড়িতেই সেলাইয়ের কাজ করতাম।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোড মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচে ছোট্ট একটি রুম ভাড়া নিয়ে ডান্স লেডিস টেইলার্স নামের একটি দোকান পরিচালনা করছি। মাঝে মাঝে আমি একাই কাজ করি। তবে কাজের চাপ বাড়লে দুই-তিনজন সহকারি হিসেবে কারিগর নিয়োগ দেয়। এতে করে মাসে অন্তত ১০-১৫ হাজার টাকা আয় হয়।

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার আসাফউদ্দৌলা বলেন, ফিরোজা আক্তার সম্পা এখান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেই তার সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। সে নিজেও এখন উৎসাহ পাচ্ছেন। আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি। আগামীতে তার দোকানে আরও বেশি করে কাপড় কেনার জন্য বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবো তাকে।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক রোখসানা পারভীন বলেন, মানুষ কোনো কাজকে অবহেলা আর অবজ্ঞা না করে কঠোর পরিশ্রম করলে তিনি কখনো ‘না খেয়ে মরবেন না’। দরিদ্রতাকে জয় করে তিনি এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্কপের ‘দাবি দিবস’ পালন

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো চালু, আইএলও কনভেনশনের অনুসরণে শ্রম আইন ও বিধিমালার সংশোধন, আইন করে জাতীয় ন্ন্যূতম মজুরি ঘোষণা এবং সর্বস্তরে আউটসোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুসহ স্কপের ৯ দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় ‘দাবি দিবস’ পালন করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) কুষ্টিয়া জেলা শাখা।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে সমাবেশ,

মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সমাবেশে জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খানের সভাপতিত্বে ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায়, বক্তব্য রাখেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি পলান বিশ্বাস, জাতীয় শ্রমিক জোট জেলা সভাপতি আমিরুল ইসলাম মকলু, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন জেলা সংগঠক ইসরারুল হক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা সংগঠক নীল কমল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক এ্যাড মীর নাজমুল ইসলাম শাহিন ও জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মতিউল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় ৯ দফা ও স্থানীয় ১১ আশু দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী! দেখার কেউ নেই

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা বেলেমাঠ এলাকায় জিকে ক্যানাল ভরাট করে জোরপূর্বক অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি করছে এলাকার প্রভাবশালী মহিদুল আলম সালাম নামে একজন। তবে সংশ্লিষ্টদের সাথে আঁতাত করে এমন কাজ করে গেলেও তা দেখার কেউ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীসূত্রে জানা যায, জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে মহিদুল আলম সালাম প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি রাস্তার পাশে জিকে ক্যানালের জায়গা ভরাট করে পাকা দোকান ঘর তৈরি করছে।

স্থানীয়রা জানায়, বর্ষা মৌসুমে এই জিকে ক্যানাল দিয়ে অত্র এলাকার পানি নিষ্কাসন হয়ে থাকে। কিন্তু এ অবৈধ স্থাপনার কারনে

এলাকায় জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হবে।

স্থানীয়রা এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সালামের ক্যানাল ভরাট এবং সরকারি রাস্তার ওপরে এমন স্থাপনার জন্য এলাকার মানুষের চরম ভোগান্তি হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবাইদুর রহমান জানান, এমন বিষয় নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপুর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

অতিদ্রুত এই অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলাকার পানি নিষ্কাসন ব্যবস্থা সচ্ছল রাখতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

কুষ্টিয়া চিনিকলে ২১ কোটি টাকার চিনি অবিক্রীত

কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত প্রায় ২১ কোটি টাকার অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় গোডাউনে পড়ে রয়েছে। গত মৌসুমে উৎপাদিত এসব চিনি দীর্ঘদিন গোডাউনে পড়ে থাকায় সিংহভাগ চিনির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপশি বিশাল অঙ্কের অবিক্রীত এই চিনি নিয়ে মিল র্কর্তৃপক্ষ পড়েছে চরম বিপাকে।

চিনি বিক্রি করতে না পারায় মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আখ চাষীদের বকেয়া কয়েক কোটি টাকাও পরিশোধ করা যাচ্ছে না। মিল কর্তৃপক্ষের কাছে আখ চাষীদের বকেয়া রয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

জানা যায়, ২০১৯-২০ আখ মাড়াই মৌসুমে মোট উৎপাদিত চিনির মধ্যে বর্তমানে ২ হাজার ২৬ মেট্রিক টন চিনি ও ২ হাজার ৩শ’ ৯৬ মেট্রিক টন অবিক্রীত চিটাগুড় মিলের গোডাউনে মজুদ রয়েছে। অবিক্রীত ওই চিনির বাজার মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা এবং চিটাগুড়ের বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা।

মজুদকৃত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রি না করতে না পারায় আর্থিক টানাপোড়েন ও সঙ্কটে পড়েছে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ৫/৬ মাসের বকেয়া বেতন না পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা দিনযাপন করছেন অতিকষ্টে। এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেই শুরু হচ্ছে মিলের ’২০-২১ মাড়াই মৌসুম। ফলে আসন্ন মৌসুমে উৎপাদিত নতুন গুদামজাত করতে গোডাউনে সংরক্ষিত গত মৌসুমের চিনি বিক্রি জরুরী হলেও ক্রেতার অভাবে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করতে পারছে না।

মিলের ডিলাররাও চিনি উত্তোলন করছে না। কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত চিনি সংরক্ষণের জন্য ৬শ’ ৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি গোডাউন রয়েছে। তবে গত মৌসুমের চিনি এখনও অবিক্রীত ও গোডাউনে মজুদ থাকায় আসন্ন মাড়াই মৌসুমের উৎপাদিত চিনি গোডাউনজাত করতে স্থান সংকুলানে সঙ্কটে পড়তে হতে পারে বলে মিলের কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

চিনিকল আখ চাষী কল্যাণ সমিতির সদস্য আব্দুর রহিম জানান, নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে চাষীরা আখ চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে। মিল জোন এলাকায় আগের তুলনায় আখ চাষ কমেছে। চাষ কমে যাওয়ায় মাড়াই মৌসুমে মিলে আখের যোগান কমছে। ফলে দেশীয় চিনির সামগ্রিক চিনি উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাকিবুর রহমান খান জানান, অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রির চেষ্টা চলছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্যা নিরসন হবে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ায় কিশোর অপরাধী নিবিড় আটক

কুষ্টিয়াতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে কিশোর অপরাধ। তারা জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এ অবস্থায় কিশোর অপরাধের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া ল কলেজের সামনে থেকে এস আই সুমন

কাদেরী, এস আই সাহেব আলী ও এস আই জুবায়ের ও ফোর্স সহযোগিতায় রাতুল হাসান নিবিড় (১৭)কে আটক করেন কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ।

আটককৃত রাতুল হাসান নিবিড় থানাপাড়া এলাকার মামনুর রহমান সেন্টুর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম বলেন, কিশোর অপরাধের সদস্যরা পাড়া-মহল্লার প্রভাবশালী, মস্তান বা বড়ভাইদের হয়ে সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তারা একসঙ্গে মাদকসেবন, নারীদের উত্ত্যক্ত করাসহ ছোট-ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে।

এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া তারা অপরাধ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছে এবং পরিকল্পনা করছে।

এমন পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত নির্দেশে কিশোর অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়। পরে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাদেরকে জামিন প্রদান করেন।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। কিশোর অপরাধের সদস্যরা অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, কিশোর অপরাধের প্রধান রাতুল হাসান নিবিড় নেতৃত্বে গত ১২ তারিখে স্কুল ছাত্র হৃদয় কে কুপিয়ে আহত করেছিল। এ বিষয় তাদের নামে থানায় মামলা হয়। যার মামলা নং- ২৮, তারিখ-১২-১১-২০২০।